রচনাধর্মী প্রশ্ন

প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫

কমবেশি ১৫০ শব্দের মধ্যে উত্তর লেখো :

প্রশ্ন ৪.১ *'কিন্তু নতুন মেসোকে দেখে জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল তপনের।'*—নতুন মেসোর পরিচয় দাও। তাকে দেখে তপনের জ্ঞানচক্ষু খুলে যাওয়ার কারণ কী? ১ + ৪ = ৫

উত্তর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে তপনের নতুন মেসো তার ছোটোমাসির স্বামী। তিনি একজন লেখক, বই লেখেন। ইতিমধ্যে তাঁর অনেক বই ছাপাও হয়েছে। সর্বোপরি তিনি একজন প্রফেসার।

❑ তপনের ছোটোমাসির বিয়ের পর নতুন মেসো লেখক এ কথা শুনে তার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তার কাছে লেখক মানে ভিন গ্রহের কোনো মানুষ, যারা সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে। একজন লেখককে যে এত কাছে থেকে দেখা যায় কিংবা লেখকরা যে তপনের বাবা, ছোটোমামা বা মেজোকাকুদের মতো মানুষ হতে পারে, এ বিষয়েও তার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু তার সেই ধারণাগুলো ভেঙে গেল, যখন দেখল তার ছোটোমেসোও তার বাবা, ছোটোমামা বা মেজোকাকুর মতোই দাড়ি কামান, সিগারেট খান, খেতে বসে অর্ধেক খাবার তুলে দেন, সময়মতো চান করেন ও ঘুমান। ছোটোমামাদের মতোই খবরের কাগজের কথায় তর্ক ও শেষ পর্যন্ত দেশ সম্পর্কে একরাশ হতাশা ঝেড়ে ফেলে সিনেমা দেখতে বা বেড়াতে চলে যান। এসব বিষয়ে অন্যদের সঙ্গে মেসোর মিল দেখে তপনের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়। সে বুঝতে পারে লেখকরা আকাশ থেকে পড়া জীব নয়, নিছকই মানুষ।

প্রশ্ন ৪.২ *'রত্নের মূল্য জহুরির কাছেই।'*—'রত্ন' ও 'জহুরি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? উদ্ধৃত উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। ২ + ৩ = ৫

উত্তর আশাপূর্ণা দেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে উদ্ধৃতিটি পাই। 'রত্ন' বলতে মূল্যবান পাথর বোঝায়। 'জহুরি' বলতে বোঝায় জহর অর্থাৎ রত্ন বিশেষজ্ঞকে। যে-কোনো পাথরকে রত্ন বলে চালালে তা জহুরির চোখ এড়ানো মুশকিল। 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে 'রত্ন' বলতে তপনের লেখা গল্পকে আর 'জহুরি' বলতে তার ছোটোমাসির স্বামী নতুন মেসোমশাইকে বোঝানো হয়েছে।

❑ সীমিত জীবনবৃত্তের পরিধিতে তপনের গল্পের বইয়ের সঙ্গে পরিচিতি থাকলেও লেখকদের সম্পর্কে তার কিছুই অভিজ্ঞতা ছিল না। তপন তাদের গ্রহান্তরের কোনো জীব ভাবত। নতুন মাসির বিয়ের পর লেখক-নতুন মেসোর সঙ্গে যখন পরিচিত হল তখনই তপনের লেখক সম্পর্কে সমস্ত ধারণা বদলে গেল। তার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। তপন তার বাবা, কাকা ও মামাদের সঙ্গে নতুন মেসোর কোনো তফাত পেল না। এসব কিছু মিলিয়েই তপন ভাবে তারই বা লেখক হতে বাধা কোথায়? তাই সে গল্প লিখতে গিয়ে আস্ত একটা গল্প লিখে ফেলায় উত্তেজনায় ছোটোমাসিকে দেখায়। ছোটোমাসি তা মেসোকে ঘুম থেকে তুলে দেখায়। ব্যাপারটায় তপনের মত না থাকলেও সে মনে মনে পুলকিত হয়, কেননা জহুরির রত্ন চেনার মতো তার লেখার কদর একমাত্র নতুন মেসোই বুঝতে পারবে।

প্রশ্ন ৪.৩ *'আর সবাই তপনের গল্প শুনে হাসে।'*—সবার তপনের গল্প শুনে হাসার কারণ কী? তার গল্পের যথাযথ মূল্যায়ন কে কীভাবে করেছিলেন? ২ + ৩ = ৫

উত্তর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্প থেকে গৃহীত অংশটিতে 'সবাই' বলতে তপনের বাড়ির লোকজনকে বোঝানো হয়েছে। বাড়ির বড়োদের চোখে সে ছিল নেহাতই ছোটো, তার গুরুত্ব কম। সে যে রাতারাতি একটা গল্প লিখে ফেলতে পারে, আর সে গল্প যে ছাপানোর যোগ্য

হতে পারে, তা প্রথমে কেউই বিশ্বাস করতে পারেননি। তাই সবাই তপনের গল্প শুনে হেসেছিলেন।

❑ বাড়ির সকলে তার লেখা গল্পকে গুরুত্ব না দিলেও, তার লেখক নতুন মেসো কিন্তু এই গল্পের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। তপনের মাসি তার গল্পটি মেসোকে দেখালে, তিনি তা একটি পত্রিকায় প্রকাশ করে দেওয়ার আশ্বাস দেন। বিকেলে চায়ের টেবিলে সকলে তপনের লেখা গল্প নিয়ে হাসাহাসি করলেও, লেখক-মেসো কিন্তু তপনের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, তপনের লেখার হাত ও দেখার চোখ দুই-ই আছে। কারণ তার বয়সি ছেলেমেয়েরা সাধারণত রাজারানি, খুন, জখম, অ্যাকসিডেন্ট, নয়তো না খেতে পেয়ে মরে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে গল্প লেখে। কিন্তু তপন সেসব না লিখে তার ভরতি হওয়ার দিনের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি নিয়ে গল্প লিখেছে। তপনের লেখক মেসোর মতে, এ খুব বিরল লক্ষণ। এইভাবে তপনের মেসো তার লেখা গল্পের মূল্যায়ন করেছিলেন। তবে তপনের গল্পে আনাড়ি হাতের ছাপ থাকায়, তিনি তা সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন 8.৪ *'পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?'*—কোন্ ঘটনাকে অলৌকিক বলা হয়েছে? একে অলৌকিক বলার কারণ কী? ৩ + ২ = ৫

উত্তর প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর গল্প 'জ্ঞানচক্ষু'র কেন্দ্রীয় চরিত্র তপন। বিশাল পৃথিবীতে স্বল্প বাস্তবতাবোধ নিয়ে আর পাঁচটা শিশুর মতোই তারও পথ চলা। লেখকদের সম্পর্কে তার ধারণা সে কথাই বলে। সেই তপন তার নতুন লেখক মেসোমশাইয়ের সান্নিধ্যে এসে তার প্রতিভাকে বিকশিত করে কাঁচা হাতে লিখে ফেলে একটা আস্ত গল্প। সেই গল্প মেসোর হাতে গেলে মেসো তপনের ও বাড়ির লোকেদের মন রাখার জন্য তা সামান্য কারেকশন করে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপিয়ে দেবার অঙ্গীকার করেন ও সেটি নিয়ে যান। এর বেশ কিছু দিন পর 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় গল্পটি ছেপে বেরোয়। তপনের কাছে এই চমকপ্রদ ঘটনাটিই অলৌকিক বলে মনে হয়েছিল।

❑ 'অলৌকিক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল মনুষের পক্ষে যা সম্ভব নয় বা পৃথিবীতে ঘটে না। এক্ষেত্রে ছোট্ট তপনের লেখা গল্প পরিবেশ ও পরিস্থিতির সমন্বয়ে যেভাবে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল সেটাই অলৌকিক। আসলে তপনের লেখক সম্পর্কে ধারণার অবসান, গল্প লেখা, তা মেসোর হাত ধরে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলি তার কাছে এতটাই অবিশ্বাস্য যে তার মনে হয় সমস্ত ঘটনাটিই যেন অলৌকিক।

প্রশ্ন 8.৫ *'এর প্রত্যেকটি লাইনই তো নতুন আনকোরা, তপনের অপরিচিত'*—'এর' বলতে কীসের কথা বলা হয়েছে? বিষয়টি পরিস্ফুট করো। ১ + ৪ = ৫

উত্তর উদ্ধৃত লাইনটি আশাপূর্ণা দেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের অংশবিশেষ। এখানে 'এর' বলতে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তপনের প্রথম ছেপে বেরোনো গল্প 'প্রথম দিন'-এর কথা বলা হয়েছে।

❑ গল্পের নায়ক তপন ছোটোবেলা থেকেই ভাবত লেখকরা বুঝি অন্য জগতের মানুষ। কিন্তু ছোটোমাসির সঙ্গে বিয়ে হওয়া নতুন মেসোকে দেখে তার সেই ভুল ভাঙে। তার নতুন মেসো বই লেখেন। সেসব বই ছাপাও হয়—অথচ মেসোর আচার-আচরণের সঙ্গে তার বাবা, ছোটোমামা বা মেজোকাকুর আচার-আচরণের কোনো তফাতই সে খুঁজে পায় না। তপন বোঝে, লেখকরা আকাশ থেকে পড়া কোনো জীব নয়। অনুপ্রাণিত তপন একটা আস্ত গল্প লেখে যেটা তার মাসির হাত ঘুরে মেসোর হাতে পড়ে। মাসির পীড়াপীড়িতে সামান্য কারেকশন করে সে গল্প 'সন্ধ্যাতারায়' ছাপিয়ে দেয় নতুন মেসো। বাড়িতে সে নিয়ে আনন্দের শেষ নেই। কিন্তু ছোট্ট তপন সবার অনুরোধে গল্প পড়তে শুরু করতেই সুর কেটে যায়। তপন দেখে কারেকশানের নাম করে মেসো তার লেখাটা আগাগোড়াই বদলে দিয়েছেন। গল্পের প্রত্যেকটি লাইনই তার কাছে নতুন লাগে। তার শিশুমন ব্যাথায় ভরে ওঠে।

প্রশ্ন 8.৬ *'তপনের মনে হয় আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন।'*—'আজ' বলতে কোন্ দিনের কথা বলা হয়েছে? তপনের এমন মনে হওয়ার কারণ কী? ২ + ৩ = ৫

উত্তর 'আজ' বলতে সেই দিনটির কথা বলা হয়েছে, যেদিন তপনের মাসি ও মেসো 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকার একটি সংস্করণ নিয়ে তাদের বাড়িতে আসেন, যাতে তপনের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়।

❑ শিশুমন কোমল, সামান্য আঘাত পেলেই তারা ভীষণভাবে মুষড়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ছোট্ট তপনের লেখক সম্পর্কে সব কৌতূহলের শেষ হয়ে নতুন মেসোকে দেখে। অনুপ্রাণিত তপন গল্প লেখে। সেই গল্প মাসির পীড়াপীড়িতে মেসোর হাত ধরে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপা হয়। স্বাভাবিক কারণে তপন উৎফুল্ল হয়ে উঠে। নানান বিরূপতা সত্ত্বেও সে গর্ব অনুভব করে। কিন্তু তার গর্ব মাটিতে মিশে যায় গল্পটি পড়ার সময়। সে দেখে প্রকাশিত গল্পে তার লেখার লেশমাত্র নেই। কারণ গল্পটা যে সামান্য কারেকশনের বদলে পুরোটাই পালটে গিয়েছিল। এতে তপনের লেখক সত্ত্বা অপমানিত হয়। তার চোখে জল এসে যায়। এই কারণে দিনটিকে তার সবচেয়ে দুঃখের মনে হয়।

প্রশ্ন